তারিখ ... APR 1988 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... । ... কলাম ... 3 ... ...

দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

010

মঞ্জুরি কমিশনের প্রয়োজনীয়তা নেই

19 APR 1988

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে কিছু সুপারিশ পেশ

॥ মাহফুজুর রহমান ॥

'অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন' বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে।

শিক্ষা কমিশন প্রদত্ত খসড়া রিপোর্টে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে 'সংস্কার ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে তিনটি বিভাগে ভাগ করে উচ্চ শিক্ষার বিষয়গুলোকে উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা বিভাগ গঠন করার পরে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মঞ্জুরি কমিশনের প্রয়োজন আছে কি-না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্ধারিত দায়িত্ব হলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজন নিরূপণ, শিক্ষা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ, সরকার থেকে অর্থ মঞ্জুরি গ্রহণ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনানুসারে

৭-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তা বরাদ্দকরণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শদান এবং সাধারণভাবে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মান সংরক্ষণ ও উন্নতি প্রভৃতি।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বাস্তব ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশে কমিশনকে যে সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ কিংবা আইনের বহুক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীনতা প্রমাণিত হচ্ছে। ফলে কমিশনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনার বিষয়ে অনেক রকমের সংশয় ও বিভ্রান্তি রয়েছে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানহেতু কমিশনকে ভুল বোঝার অনেক অবকাশও রয়েছে।

অসামঞ্জস্যতা দূর করে মঞ্জুরি কমিশনকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়— অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক ও ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যেভাবে গঠিত তাতে কমিশন নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কোন সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম নয়। ফলে যে উদ্দেশ্যে মঞ্জুরি কমিশন গঠিত, প্রকৃতপক্ষে তার বাস্তবায়নে মঞ্জুরি কমিশন যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে বর্তমান অবস্থায় চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ও আইনের মধ্যে পুরোপুরি সমন্বয় সাধন এবং সরকারের সাথে কমিশনের সম্পর্ক ও ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করার পরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য মঞ্জুরি কমিশনকে পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করা হয়। তা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সত্যিকারের অবদান রাখতে পারবে কি-না বা রাখার সুযোগ-সুবিধা পাবে কি-না গত পনের বছরের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে বর্তমান অবস্থায় চালু না রেখে তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ বলে তারা মনে করেন।

রিপোর্টে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ এবং উচ্চ শিক্ষা বিভাগ— এ তিনটি বিভাগে ভাগ করার সুপারিশ করে বলা হয়, এ প্রস্তাব গৃহীত হয়ে কার্যকরী করার পর বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা পালন করার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা যায় কি-না তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

রিপোর্টে সাবেক জেলাগুলোর প্রত্যেকটিতে একটি করে কলেজকে এবং ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলোতে প্রয়োজনের তাগিদে একাধিক কলেজকে পর্যায়ক্রমে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার পরিকল্পনা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ঘটানো, ডিগ্রী কলেজে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী চালু করার জন্য পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে ডিগ্রী কলেজ থেকে পৃথক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব প্রস্তাব কার্যকর করার বিস্তারিত পদক্ষেপের ব্যাপারে সরকারকে নিয়মিত পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান বর্তমান আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের পক্ষে কতখানি সম্ভব হবে তা বিবেচনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এমনও বলা হয়েছে, উচ্চ শিক্ষা বিভাগকে কতটুকু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করা যাবে তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে কার্যকরী করার জন্য কয়েকটি জরুরী পদক্ষেপের সুপারিশ করে রিপোর্টে বলা হয়, আশু ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আদেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ বা আইনসমূহের মধ্যে পুরোপুরি সমন্বয় ঘটাতে হবে যাতে কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কোন অস্পষ্টতার অবকাশ না থাকে এবং কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব ও অধিকার সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়। একই সাথে সরকারের ভূমিকাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়ার সুপারিশ করে বলা হয়, কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। এক্ষেত্রে বৃটিশ ও ভারতীয় ইউজিসি-এর সাথে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যে সাংগঠনিক তফাৎ রয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। সেখানে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কোন সমস্যা সম্পর্কে কমিশন নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সাম্প্রতিককালে কমনওয়েলথভুক্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাসের বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়ার জন্য সুপারিশে বলা হয়েছে।